ত্রয়োদশ অধ্যায়

মহারাজ নিমির বংশ

এই অধ্যায়ে সেই বংশের বর্ণনা করা হয়েছে, যে বংশে মহাজ্ঞানী জনকের জন্ম হয়েছিল। এটি মহারাজ নিমির বংশ, যিনি ইক্ষ্বাকুর পুত্র বলে কথিত।

মহারাজ নিমি যখন মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু করেন, তখন তিনি বশিষ্ঠকে প্রধান পুরোহিতরূপে নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু বশিষ্ঠ দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পূর্বেই সম্মত হয়েছিলেন বলে, মহারাজ নিমির এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। বশিষ্ঠ মহারাজ নিমিকে ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন, কিন্তু মহারাজ নিমি তা করেননি। তিনি মনে করেছিলেন, "জীবন অনিত্য, সুতরাং অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই।" তাই তিনি অন্য আর একজন পুরোহিতকে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য নিযুক্ত করেন। তার ফলে মহারাজ নিমির প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বশিষ্ঠ তাঁকে অভিশাপ দেন, "তোমার দেহের নিপাত হোক।" এইভাবে অভিশপ্ত হয়ে মহারাজ নিমিও অত্যন্ত ক্রোধপূর্বক তাঁকে অভিশাপ দেন, "আপনার দেহেরও পতন হোক।" এইভাবে পরস্পরকে অভিশাপ দেওয়ার ফলে তাঁদের উভয়েরই মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর বশিষ্ঠ মিত্র এবং বরুণের পুত্ররূপে উর্বশীর গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন।

ঋত্বিকেরা নিমির দেহ সুরভিত রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে সংরক্ষিত করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে দেবতারা যখন যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন ঋত্বিকেরা তাঁদের কাছে নিমির পুনর্জীবন প্রার্থনা করেন। কিন্তু মহারাজ নিমি জড় দেহের হেয়ত্ব ও তুচ্ছত্ব অনুভব করে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হন। মহান ঋষিরা তখন নিমির দেহ মন্থন করেন, এবং তার ফলে জনকের জন্ম হয়।

জনকের পুত্র ছিলেন উদাবসু, এবং উদাবসুর পুত্র নন্দিবর্ধন। নন্দিবর্ধনের পুত্র সুকেতু এবং তাঁর বংশধরেরা যথাক্রমে—দেবরাত, বৃহদ্রথ, মহাবীর্য, সুধৃতি, ধৃষ্টকেতু, হর্যশ্ব, মরু, প্রতীপক, কৃতরথ, দেবমীঢ়, বিশ্রুত, মহাধৃতি, কৃতিরাত, মহারোমা, স্বর্ণরোমা, হ্রস্বরোমা এবং শীরধ্বজ। এঁরা সকলে একে একে এই বংশের পুত্ররূপে

জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শীরধ্বজ থেকে সীতাদেবীর জন্ম হয়। শীরধ্বজের পুত্র ছিলেন কুশধ্বজ, এবং কুশধ্বজের পুত্র ধর্মধ্বজ। ধর্মধ্বজের পুত্র কৃতধ্বজ এবং মিতধ্বজ। কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ এবং মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য। কেশিধ্বজ ছিলেন আত্মতত্ত্বজ্ঞ, এবং তাঁর পুত্রের নাম ভানুমান্, যাঁর বংশধরেরা হচ্ছেন— শতদ্যুম্ন, শুচি, সনদ্বাজ, ঊর্জকেতু, অজ, পুরুজিৎ, অরিষ্টনেমি, শ্রুতায়ু, সুপার্শ্বক, চিত্ররথ, ক্ষেমাধি, সমরথ, সত্যরথ, উপগুরু, উপগুপ্ত, বস্বনন্ত, যুযুধ, সুভাষণ, শ্রুত, জয়, বিজয়, ঋত, শুনক, বীতহব্য, ধৃতি, বহুলাশ্ব, কৃতি এবং মহাবশী। এই সমস্ত পুত্ররা সকলেই ছিলেন জিতেন্দ্রিয় আত্মবিদ্যা-বিশারদ। এইভাবে এই বংশের বর্ণনা সম্পূর্ণ হল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

নিমিরিক্ষ্বাকুতনয়ো বসিষ্ঠমবৃতর্ত্বিজম্ ।
আরভ্য সত্রং সোঽপ্যাহ শক্রেণ প্রাগ্বৃতোঽস্মি ভোঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **নিমিঃ**—মহারাজ নিমি; **ইক্ষ্বাকু-তনয়ঃ**—মহারাজ ইক্ষ্বাকুর পুত্র; **বসিষ্ঠম্**—মহর্ষি বশিষ্ঠ; **অবৃত**—নিযুক্ত হয়েছিলেন; **ঋত্বিজম্**—যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত; **আরভ্য**—শুরু; **সত্রম্**—যজ্ঞ; **সঃ**—তিনি, বশিষ্ঠ; **অপি**—ও; **আহ**—বলেছিলেন; **শক্রেণ**—দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা; **প্রাক্**—পূর্বে; **বৃতঃ অস্মি**—আমি নিযুক্ত হয়েছি; **ভোঃ**—হে মহারাজ নিমি।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—ইক্ষ্বাকুর পুত্র মহারাজ নিমি যজ্ঞ আরম্ভ করে মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রধান পুরোহিতের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। তখন বশিষ্ঠ উত্তর দেন, "হে মহারাজ নিমি, আমি ইতিমধ্যেই দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে প্রধান পুরোহিতের পদ গ্রহণ করেছি।

শ্লোক ২

তং নির্বর্ত্যাগমিষ্যামি তাবন্মাং প্রতিপালয় ।
তূষ্ণীমাসীদ্ গৃহপতিঃ সোঽপীন্দ্রস্যাকরোন্মখম্ ॥ ২ ॥

তম্—সেই যজ্ঞ; **নির্বর্ত্যঃ**—সমাপ্ত করে; **আগমিষ্যামি**—আমি ফিরে আসব; **তাবৎ**—ততক্ষণ পর্যন্ত; **মাম্**—আমাকে (বশিষ্ঠ); **প্রতিপালয়**—অপেক্ষা করুন; **তূষ্ণীম্**—নীরব; **আসীৎ**—ছিলেন; **গৃহ-পতিঃ**—মহারাজ নিমি; **সঃ**—তিনি, বশিষ্ঠ; **অপি**—ও; **ইন্দ্রস্য**—দেবরাজ ইন্দ্রের; **অকরোৎ**—সম্পাদন করেছিলেন; **মখম্**—যজ্ঞ।

অনুবাদ

'ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত করে আমি ফিরে আসব। দয়া করে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কর।" মহারাজ নিমি তখন কোন উত্তর না দিয়ে নীরব ছিলেন, এবং বশিষ্ঠ ইন্দ্রযজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন।

শ্লোক ৩

নিমিশ্চলমিদং বিদ্বান্ সত্রমারভতাত্মবান্ ।
ঋত্বিগ্‌ভিরপরৈস্তাবন্নাগমদ্ যাবতা গুরুঃ ॥ ৩ ॥

নিমিঃ—মহারাজ নিমি; **চলম্**—চঞ্চল, যে কোন মুহূর্তে শেষ হয়ে যেতে পারে; **ইদম্**—এই (জীবন); **বিদ্বান্**—এই সত্য পূর্ণরূপে অবগত হয়ে; **সত্রম্**—যজ্ঞ; **আরভত**—শুরু করেছিলেন; **আত্মবান্**—আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি; **ঋত্বিগ্‌ভিঃ**—পুরোহিতদের দ্বারা; **অপরৈঃ**—বশিষ্ঠ ব্যতীত অন্য; **তাবৎ**—যে পর্যন্ত; **ন**—না; **আগমৎ**—ফিরে এসেছিলেন; **যাবতা**—ততক্ষণ; **গুরুঃ**—তাঁর গুরু (বশিষ্ঠ)।

অনুবাদ

আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহারাজ নিমি বিবেচনা করেছিলেন যে, এই জীবন অস্থির। তাই, বশিষ্ঠের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, তিনি অন্য পুরোহিতদের দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, *শরীরং ক্ষণবিদ্ধ্বাংসি কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ*—"এই জড় জগতে মানুষের আয়ু যে কোন সময় শেষ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এই জীবনে যদি মানুষ কোন উল্লেখযোগ্য কার্য করেন, তা হলে তার গুণ চিরকালের জন্য ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে।" মহাত্মা মহারাজ নিমি সেই কথা জানতেন। মনুষ্য জীবনে এমনভাবে আচরণ করা উচিত যাতে জীবনান্তে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। এটিই হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি।

শ্লোক ৪

শিষ্যব্যতিক্রমং বীক্ষ্য তং নির্বর্ত্যাগতো গুরুঃ ।
অশপৎ পততাদ্ দেহো নিমেঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ৪ ॥

শিষ্য-ব্যতিক্রমম্—শিষ্যের দ্বারা গুরুর আদেশের অবমাননা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **তম্**—ইন্দ্রযজ্ঞ; **নির্বর্ত্য**—সমাপনান্তে; **আগতঃ**—যখন তিনি ফিরে এসেছিলেন; **গুরুঃ**—বশিষ্ঠ মুনি; **অশপৎ**—তিনি মহারাজ নিমিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন; **পততাৎ**—পতিত হোক; **দেহঃ**—জড় দেহ; **নিমেঃ**—মহারাজ নিমির; **পণ্ডিত-মানিনঃ**—যিনি নিজেকে এত বড় পণ্ডিত বলে মনে করেছিলেন (যার ফলে তিনি তাঁর গুরুর আদেশ অবজ্ঞা করেছিলেন)।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত করে গুরু বশিষ্ঠ ফিরে এসে যখন দেখেছিলেন যে, তাঁর শিষ্য মহারাজ নিমি তাঁর আদেশ অমান্য করেছেন, তখন বশিষ্ঠ তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন, "পণ্ডিতাভিমানী নিমির জড় দেহের নিপাত হোক।"

শ্লোক ৫

নিমিঃ প্রতিদদৌ শাপং গুরবেঽধর্মবর্তিনে ।
তবাপি পততাদ্ দেহো লোভাদ্ ধর্মমজানতঃ ॥ ৫ ॥

নিমিঃ—মহারাজ নিমি; **প্রতিদদৌ শাপম্**—প্রত্যভিশাপ দিয়েছিলেন; **গুরবে**—তাঁর গুরু বশিষ্ঠকে; **অধর্ম-বর্তিনে**—(নিরপরাধ শিষ্যকে অভিশাপ দেওয়ার ফলে) যিনি অধর্ম-পরায়ণ হয়েছিলেন; **তব**—আপনার; **অপি**—ও; **পততাৎ**—পতন হোক; **দেহঃ**—দেহ; **লোভাৎ**—লোভের ফলে; **ধর্মম্**—ধর্মনীতি; **অজানতঃ**—না জেনে।

অনুবাদ

মহারাজ নিমি কোন অপরাধ না করলেও অকারণে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন বলে, তিনিও তাঁর গুরুকে প্রত্যভিশাপ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে দক্ষিণা লাভ করার লোভে আপনার ধর্মজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে। সুতরাং আপনার দেহেরও পতন হোক।"

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণের ধর্ম নির্লোভ হওয়া। কিন্তু, দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে আরও অধিক পারিশ্রমিক পাওয়ার আশায় বশিষ্ঠ এই লোকে নিমির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এবং নিমি যখন অন্য পুরোহিতদের দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, তখন বশিষ্ঠ তাঁকে অনর্থক অভিশাপ দিয়েছিলেন। কেউ যখন অন্যায় আচরণের দ্বারা কলুষিত হয়, তখন তার জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার শক্তি ক্ষয় হয়। বশিষ্ঠ যদিও ছিলেন মহারাজ নিমির গুরুদেব, তবুও লোভের ফলে তাঁর পতন হয়েছিল।

শ্লোক ৬

ইত্যুৎসসর্জ স্বং দেহং নিমিরধ্যাত্মকোবিদঃ ।
মিত্রাবরুণয়োর্জজ্ঞে উর্বশ্যাং প্রপিতামহঃ ॥ ৬ ॥

ইতি—এইভাবে; **উৎসসর্জ**—বিসর্জন দিয়েছিলেন; **স্বম্**—তাঁর নিজের; **দেহম্**—দেহ; **নিমিঃ**—মহারাজ নিমি; **অধ্যাত্ম-কোবিদঃ**—পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জ্ঞান সমন্বিত; **মিত্রা-বরুণয়োঃ**—মিত্র এবং বরুণের বীর্য থেকে (উর্বশীর সৌন্দর্য দর্শনে স্খলিত); **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **উর্বশ্যাম্**—স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী থেকে; **প্রপিতামহঃ**—প্রপিতামহ বশিষ্ঠ।

অনুবাদ

এই বলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পারদর্শী নিমি তাঁর দেহ বিসর্জন দিয়েছিলেন। প্রপিতামহ বশিষ্ঠও দেহত্যাগ করে পুনরায় মিত্র-বরুণের বীর্যে উর্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

মিত্র এবং বরুণ ঘটনাক্রমে স্বর্গের পরমা সুন্দরী অপ্সরা উর্বশীকে দর্শন করে কামার্ত হন। যেহেতু তাঁরা ছিলেন মহান অধ্যাত্মবিদ, তাই তাঁরা তাঁদের কাম সংবরণ করার চেষ্টা করেন, তবুও তাঁদের বীর্য স্খলন হয়। সেই বীর্য অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে একটি কুম্ভে সংরক্ষণ করা হয় এবং তার থেকে বশিষ্ঠের জন্ম হয়।

শ্লোক ৭

গন্ধবস্তুষু তদ্দেহং নিধায় মুনিসত্তমাঃ ।
সমাপ্তে সত্রযাগে চ দেবানূচুঃ সমাগতান্ ॥ ৭ ॥

গন্ধ-বস্তুষু—সুগন্ধি বস্তুর মধ্যে; **তৎ-দেহম্**—মহারাজ নিমির দেহ; **নিধায়**—সংরক্ষণ করে; **মুনি-সত্তমাঃ**—সেখানে সমবেত সমস্ত মহর্ষিগণ; **সমাপ্তে সত্র-যাগে**—সত্র নামক যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ার পর; **চ**—ও; **দেবান্**—সমস্ত দেবতাদের; **ঊচুঃ**—অনুরোধ করেছিলেন অথবা বলেছিলেন; **সমাগতান্**—সেখানে সমবেত।

অনুবাদ

যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সময় মহারাজ নিমি দেহত্যাগ করলে মহর্ষিগণ তাঁর দেহ গন্ধবস্তুর মধ্যে সংরক্ষণ করেছিলেন, এবং সত্রযাগ সমাপনান্তে তাঁরা সেখানে সমাগত দেবতাদের অনুরোধ করে বলেছিলেন।

শ্লোক ৮

রাজ্ঞো জীবতু দেহোঽয়ং প্রসন্নাঃ প্রভবো যদি ।
তথেত্যুক্তে নিমিঃ প্রাহ মা ভূন্মে দেহস্যবন্ধনম্ ॥ ৮ ॥

রাজ্ঞঃ—রাজার; **জীবতু**—পুনর্জীবিত হোক; **দেহঃ অয়ম্**—এই দেহ (যা সংরক্ষিত হয়েছিল); **প্রসন্নাঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন; **প্রভবঃ**—সমর্থ; **যদি**—যদি; **তথা**—তাই হোক; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তে**—(দেবতারা) উত্তর দিয়েছিলেন; **নিমিঃ**—মহারাজ নিমি; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **মা ভূৎ**—করবেন না; **মে**—আমার; **দেহ-বন্ধনম্**—পুনরায় জড় দেহের বন্ধন।

অনুবাদ

"আপনারা যদি এই যজ্ঞে প্রসন্ন হয়ে থাকেন এবং সত্য সত্যই সমর্থ হন, তা হলে দয়া করে মহারাজ নিমির এই দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার করুন।" ঋষিদের এই অনুরোধে দেবতারা সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজ নিমি তখন বলেছিলেন, "দয়া করে আমাকে পুনরায় এই জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ করবেন না।"

তাৎপর্য

দেবতাদের পদ মানুষদের থেকে অনেক উচ্চে। তাই, মহর্ষিগণ অত্যন্ত শক্তিশালী ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও, তাঁরা দেবতাদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন গন্ধবস্তুতে সুরক্ষিত মহারাজ নিমির দেহটি পুনরুজ্জীবিত করতে। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, দেবতারা কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ব্যাপারেই শক্তিশালী; তাঁরা মৃতদেহ পুনরুজ্জীবিত করা ইত্যাদি কার্যেও অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন। বৈদিক শাস্ত্রে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন সাবিত্রী ও সত্যবানের ঘটনায়, সত্যবানের মৃত্যু হয়েছিল এবং যমরাজ তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর পত্নী সাবিত্রীর অনুরোধে সত্যবানের সেই দেহ পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। এটি দেবতাদের শক্তি সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

শ্লোক ৯

যস্য যোগং ন বাঞ্ছন্তি বিয়োগভয়কাতরাঃ ।
ভজন্তি চরণাম্ভোজং মুনয়ো হরিমেধসঃ ॥ ৯ ॥

যস্য—দেহের দ্বারা; **যোগম্**—সংযোগ; **ন**—করে না; **বাঞ্ছন্তি**—জ্ঞানীদের বাসনা; **বিয়োগ-ভয়-কাতরাঃ**—পুনরায় দেহত্যাগ করার ভয়ে ভীত হয়ে; **ভজন্তি**—প্রেমময়ী সেবা নিবেদন করেন; **চরণ-অম্ভোজম্**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **হরি-মেধসঃ**—যাঁদের মেধা সর্বদা ভগবান শ্রীহরির চিন্তায় মগ্ন।

অনুবাদ

মহারাজ নিমি বললেন—মায়াবাদীরা সাধারণত জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, কারণ তারা পুনরায় দেহ ত্যাগের ভয়ে ভীত। কিন্তু যাঁদের মেধা সর্বদা ভগবানের সেবায় মগ্ন, তাঁরা কখনও ভীত হন না। বস্তুতপক্ষে, তাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করার জন্য দেহটির সদ্ব্যবহার করেন।

তাৎপর্য

যে জড় দেহ বন্ধনের কারণ হবে, সেই দেহ মহারাজ নিমি গ্রহণ করতে চাননি; কারণ তিনি ছিলেন ভগবদ্ভক্ত। তিনি এমন একটি দেহ লাভ করতে চেয়েছিলেন, যার দ্বারা তিনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে পারেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—

জন্মাওবি মো এ ইচ্ছা যদি তোর ।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর ॥
কীটজন্ম হউ যথা তুয়া দাস ।

"হে ভগবান, আপনি যদি চান আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ করে জড় দেহ ধারণ করি, তা হলে দয়া করে আমাকে কৃপা করুন যাতে আপনার সেবক ভক্তের গৃহে আমার জন্ম হয়। সেখানে আমি একজন নগণ্য কীটরূপেও জন্মগ্রহণ করতে প্রস্তুত।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও বলেছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

"হে জগদীশ্বর, আমি ধন চাই না, জন চাই না, সুন্দরী স্ত্রী অথবা সুন্দর ভাষায় বর্ণিত সকাম কর্মের ফলও চাই না। আমি কেবল চাই যেন জন্ম-জন্মান্তরে আপনার অহৈতুকী সেবা লাভ করতে পারি।" *(শিক্ষাষ্টক ৪)* 'জন্ম-জন্মান্তরে' *(জন্মনি জন্মনি)* কথাটিতে ভগবান ইঙ্গিত করেছেন যে, কোন সাধারণ জন্ম নয়, এমন জন্ম যাতে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করা যায়। সেই প্রকার দেহই বাঞ্ছনীয়। ভগবদ্ভক্তের মনোভাব যোগী বা জ্ঞানীদের মতো নয়, যারা জড় দেহ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হতে চায়। ভগবদ্ভক্তের বাসনা তেমন নয়। পক্ষান্তরে, তিনি জড় অথবা চিন্ময় যে কোন শরীর গ্রহণ করতে প্রস্তুত, কারণ তিনি ভগবানের সেবা করতে চান। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি।

কারও যদি ভগবানের সেবা করার ঐকান্তিক বাসনা থাকে, তা হলে তিনি একটি জড় দেহ ধারণ করলেও, যেহেতু ভগবদ্ভক্ত জড় দেহে অবস্থান কালেও মুক্ত, তাই তাঁর উৎকণ্ঠার কোন কারণ থাকে না। সেই কথা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রতিপন্ন করেছেন।

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"যে ব্যক্তি তাঁর দেহ, মন, বুদ্ধি এবং বাক্যের দ্বারা কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করেন (অথবা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন), তিনি আপাতদৃষ্টিতে তথাকথিত জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হলেও, মুক্ত।" ভগবানের সেবা করার বাসনা মানুষকে জীবনের যে কোন অবস্থাতেই মুক্ত করে, তা তিনি চিন্ময় শরীরে থাকুন অথবা জড় শরীরে থাকুন

না কেন। চিন্ময় শরীরে ভক্ত ভগবানের পার্ষদ হন, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে জড় শরীরে রয়েছেন বলে মনে হলেও তিনি সর্বদাই মুক্ত এবং বৈকুণ্ঠলোকে ভক্ত যেভাবে ভগবানের সেবা করেন, তিনিও ঠিক সেইভাবেই ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বলা হয়, *সাধুর্জীবো বা মরো বা*। ভক্ত জীবিতই হোন অথবা মৃতই হোন, তাঁর একমাত্র চিন্তা ভগবানের সেবা করা। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি*। তিনি যখন তাঁর দেহ ত্যাগ করেন, তখন তিনি ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করে তাঁর সেবা করতে যান, যদিও তিনি এই জড় জগতে জড় দেহে অবস্থানকালেও তা-ই করছিলেন।

ভক্তের কাছে সুখ, দুঃখ অথবা জড়-জাগতিক সিদ্ধি নগণ্য। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, দেহত্যাগ করার সময় ভক্তকেও কষ্টভোগ করতে হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বিড়ালের ইঁদুরকে তার মুখে বহন করা এবং তার শাবককে মুখে বহন করার দৃষ্টান্তটি দেওয়া যেতে পারে। ইঁদুর এবং শাবক উভয়কেই বিড়াল তার দাঁত দিয়ে কামড়ে বহন করে নিয়ে যায়, কিন্তু ইঁদুরের অনুভূতি বিড়াল ছানার অনুভূতি থেকে ভিন্ন। ভক্ত যখন দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। তাঁর অনুভূতি অবশ্যই দণ্ডদানের জন্য যমরাজ যাকে নিয়ে যাচ্ছেন তার থেকে ভিন্ন। যে ব্যক্তির বুদ্ধি সর্বদা ভগবানের সেবায় একনিষ্ঠ, তিনি জড় দেহ ধারণে নির্ভীক, কিন্তু ভগবানের সেবায় যুক্ত নয় যে অভক্ত, সে জড় দেহ ধারণের অথবা জড় দেহত্যাগের ভয়ে অত্যন্ত ভীত। তাই আমাদের কর্তব্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ সর্বদা পালন করা—*মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি*। জড় দেহ অথবা চিন্ময় দেহ, যে দেহই আমাদের ধারণ করতে হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া।

শ্লোক ১০

দেহং নাবরুরুৎসেঽহং দুঃখশোকভয়াবহম্ ।
সর্বত্রাস্য যতো মৃত্যুর্মৎস্যানামুদকে যথা ॥ ১০ ॥

দেহম্—জড় দেহ; **ন**—না; **অবরুরুৎসে**—ধারণ করতে ইচ্ছা করি; **অহম্**—আমি; **দুঃখ-শোক-ভয়-আবহম্**—যা সর্বপ্রকার দুঃখ শোক এবং ভয়ের কারণ; **সর্বত্র**—এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র; **অস্য**—জড় দেহধারী জীবের; **যতঃ**—যেহেতু; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **মৎস্যানাম্**—মৎস্যদের; **উদকে**—জলে বসবাসকারী; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

আমি জড় দেহ ধারণ করতে ইচ্ছা করি না, কারণ তা এই জগতের সর্বত্রই দুঃখ, শোক এবং ভয়ের কারণ। জলে মৎস্য যেমন সর্বদা মৃত্যুর আশঙ্কা করে, তেমনই দেহধারী জীবদেরও সর্বত্রই মৃত্যুভয় হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

জড় দেহ, তা সে উচ্চতর লোকেই হোক অথবা নিম্নতর লোকেই হোক, তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। নিম্নতর লোকে অথবা নিম্নতর স্তরের জীবনে লোকের আয়ু অল্প হতে পারে এবং উচ্চতর লোকে অথবা উচ্চতর জীবনে আয়ু দীর্ঘ হতে পারে, কিন্তু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। মনুষ্যজীবনে তপস্যার দ্বারা জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির পরিসমাপ্তি ঘটানোর সুযোগ প্রত্যেকের গ্রহণ করা উচিত। এটিই মানব-সভ্যতার উদ্দেশ্য—পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু রোধ করা, যাকে বলা হয় *মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*। তা সম্ভব কেবল কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা লাভ করার দ্বারা। তা না হলে এই জড় জগতে দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয় এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি দ্বারা প্রভাবিত আর একটি শরীর ধারণ করতে হয়।

এখানে জলে মাছের দৃষ্টান্তটি দ্রষ্টব্য। জল মাছের জন্য একটি খুব সুন্দর স্থান, কিন্তু সেখানে সে মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত নয়, কারণ বড় মাছেরা সর্বদাই ছোট মাছদের আহার করতে আগ্রহী। *ফল্গুনি তত্র মহতাম্*—সমস্ত জীবই বড় জীবদের ভক্ষ্য। এটিই জড়া প্রকৃতির নিয়ম।

অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্ ।
ফল্গুনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্ ॥

"হস্তরহিত প্রাণীরা হস্তযুক্ত প্রাণীদের শিকার, যারা পদরহিত তারা চতুষ্পদ প্রাণীদের শিকার। দুর্বল জীবেরা বলবান জীবদের জীবন ধারণের ভরসা, এবং এক জীব অন্য জীবের খাদ্য—এটাই সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১৩/৪৭) ভগবান এমনভাবে এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন যে, এক জীব অন্য জীবের আহার। তাই সর্বত্রই জীবন-সংগ্রাম। আমরা যদিও যোগ্যতম ব্যক্তির বেঁচে থাকার ক্ষমতার কথা বলি, তবুও ভগবদ্ভক্ত না হলে মৃত্যুর হাত থেকে কেউই রক্ষা পায় না। *হরিং বিনা নৈব সৃতিং তরন্তি*—ভগবানের ভক্ত না হলে কেউই সংসারচক্র থেকে উদ্ধার পেতে পারে না। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও*

(৯/৩) প্রতিপন্ন হয়েছে, *অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় না পেলে, তাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়।

শ্লোক ১১

দেবা উচুঃ

বিদেহ উষ্যতাং কামং লোচনেষু শরীরিণাম্ ।
উন্মেষণনিমেষাভ্যাং লক্ষিতোঽধ্যাত্মসংস্থিতঃ ॥ ১১ ॥

দেবাঃ উচুঃ—দেবতারা বললেন; **বিদেহঃ**—জড় শরীরবিহীন; **উষ্যতাম্**—আপনি জীবিত থাকুন; **কামম্**—যেমন আপনার ইচ্ছা; **লোচনেষু**—দৃষ্টির মধ্যে; **শরীরিণাম্**—জড় দেহধারীদের; **উন্মেষণ-নিমেষাভ্যাম্**—আপনার ইচ্ছা অনুসারে প্রকট এবং অপ্রকট হোন; **লক্ষিতঃ**—দৃষ্ট হয়ে; **অধ্যাত্ম-সংস্থিতঃ**—চিন্ময় দেহে অবস্থিত থেকে।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন—মহারাজ নিমি জড় শরীর ব্যতীতই জীবিত থাকুন। তিনি চিন্ময় শরীরে ভগবানের পার্ষদরূপে বিরাজ করুন, এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তিনি জড় দেহধারী সাধারণ মানুষদের কাছে প্রকট ও অপ্রকট থাকুন।

তাৎপর্য

দেবতারা চেয়েছিলেন মহারাজ নিমি যেন জীবন ফিরে পান, কিন্তু মহারাজ নিমি আর একটি জড় দেহ গ্রহণ করতে চাননি। তাই দেবতারা ঋষিদের অনুরোধ অনুসারে তাঁকে বর দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর চিন্ময় দেহে থাকতে পারবেন। চিন্ময় দেহ দুই প্রকার। সাধারণ মানুষেরা 'চিন্ময় দেহ' বলতে প্রেত শরীরকে মনে করে। পাপকর্মের ফলে যখন পাপাসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন সে কখনও কখনও পঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে মন, বুদ্ধি অহঙ্কার সমন্বিত সূক্ষ্ম দেহে বাস করে। কিন্তু, *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্তরা তাঁদের জড় দেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্ম এবং স্থূল উভয় প্রকার জড় উপাদান থেকে মুক্ত চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হন *(ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন)*। তাই দেবতারা মহারাজ নিমিকে আশীর্বাদ করেছিলেন যে, তিনি সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ চিন্ময় শরীরে বিরাজ করতে পারবেন।

ভগবান তাঁর বাসনা অনুসারে প্রকট এবং অপ্রকট হতে পারেন, তেমনই, জীবন্মুক্ত ভগবদ্ভক্তও তাঁর ইচ্ছা অনুসারে প্রকট অথবা অপ্রকট হতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, *নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ*—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের কাছে প্রকাশিত হন না। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি অপ্রকাশিত। *অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ*—শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর নাম, যশ, গুণ, উপকরণ, ইত্যাদি জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ নয়। আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ না করলে (*সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ*) শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা যায় না। তাই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার ক্ষমতা নির্ভর করে শ্রীকৃষ্ণের কৃপার উপর। তেমনই, মহারাজ নিমিকে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে প্রকট এবং অপ্রকট হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১২

অরাজকভয়ং নৃণাং মন্যমানা মহর্ষয়ঃ ।
দেহং মমন্থুঃ স্ম নিমেঃ কুমারঃ সমজায়ত ॥ ১২ ॥

অরাজক-ভয়ম্—অরাজকতার সম্ভাবনার ভয়ে; **নৃণাম্**—জনসাধারণের জন্য; **মন্যমানাঃ**—এই অবস্থা বিবেচনা করে; **মহা-ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **দেহম্**—দেহ; **মমন্থুঃ**—মন্থন করেছিলেন; **স্ম**—অতীতে; **নিমেঃ**—মহারাজ নিমির; **কুমারঃ**—একটি পুত্র; **সমজায়ত**—জন্মগ্রহণ করেছিল।

অনুবাদ

তারপর অরাজকতার ভয় থেকে মানুষদের রক্ষা করার জন্য ঋষিগণ মহারাজ নিমির দেহ মন্থন করেছিলেন, তার ফলে তাঁর দেহ থেকে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল।

তাৎপর্য

অরাজকভয়ম্। সরকার যদি অটল এবং সুনিয়ন্ত্রিত না হয়, তা হলে প্রজাদের বিপদের সম্ভাবনা থাকে। বর্তমান সময়ে জনসাধারণের সরকার বা গণতন্ত্রের ফলে সর্বদা সেই ভয় রয়েছে। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, প্রজাদের ঋষিরা যথাযথভাবে পরিচালিত করার জন্য নিমির দেহ থেকে ঋষিরা একটি পুত্র উৎপন্ন করেছিলেন, কারণ জনসাধারণকে এইভাবে পরিচালনা করা ক্ষত্রিয় রাজার কর্তব্য। ক্ষত্রিয় হচ্ছেন তিনি, যিনি প্রজাদের আঘাত থেকে রক্ষা করেন। তথাকথিত

জনসাধারণের সরকারে সুশিক্ষিত ক্ষত্রিয় রাজা নেই, তাই ভোটে জয়লাভ করা মাত্রই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে কোন রকম শিক্ষালাভ না করেই, তারা মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির পদ প্রাপ্ত হয়। বস্তুতপক্ষে আমরা দেখেছি যে, দল পরিবর্তনের ফলে সরকারের পরিবর্তন হয়, এবং তাই রাষ্ট্রনেতারা জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের থেকে তাদের নিজেদের পদটি রক্ষা করার ব্যাপারে অধিক আগ্রহী। বৈদিক সভ্যতা রাজতান্ত্রিক। ভগবান রামচন্দ্রের রাজত্ব, যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজত্ব, পরীক্ষিৎ মহারাজ, অম্বরীষ মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজ আদি মহান রাজাদের রাজত্ব মানুষ অধিক পছন্দ করে। সম্রাটের অধীনে অত্যন্ত সুন্দর শাসন ব্যবস্থার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। জনসাধারণের প্রয়োজনীয়তা পূরণে গণতান্ত্রিক সরকারের অক্ষমতা মানুষ ক্রমশ বুঝতে পারছে, এবং তাই কোন কোন রাজনৈতিক দল একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। একনায়কত্ব এবং রাজতন্ত্র প্রায় একই রকম, পার্থক্য কেবল অশিক্ষিত নায়ক। যথাযথভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত নেতা, তা তিনি রাজাই হোন বা একনায়কই হোন, যখন রাজ্যশাসন করেন এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রজাপালন করেন, তখন মানুষ সুখী হয়।

শ্লোক ১৩

জন্মনা জনকঃ সোঽভূদ্ বৈদেহস্তু বিদেহজঃ ।
মিথিলো মথনাজ্জাতো মিথিলা যেন নির্মিতা ॥ ১৩ ॥

জন্মনা—জন্মের ফলে; **জনকঃ**—অসাধারণভাবে জাত; **সঃ**—তিনি; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **বৈদেহঃ**—বৈদেহ নামেও; **তু**—কিন্তু; **বিদেহজঃ**—যিনি তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করেছিলেন সেই মহারাজ নিমির শরীর থেকে উৎপন্ন; **মিথিলঃ**—তিনি মিথিল নামেও বিখ্যাত; **মথনাৎ**—তাঁর পিতার দেহ মন্থনের ফলে জাত; **জাতঃ**—এইভাবে জন্ম হয়েছিল; **মিথিলা**—মিথিলা নামক রাজ্য; **যেন**—যাঁর (জনকের) দ্বারা; **নির্মিতা**—নির্মিত হয়েছিল।

অনুবাদ

অসাধারণভাবে উৎপন্ন হয়েছিলেন বলে সেই পুত্রের নাম হয়েছিল জনক, এবং প্রাণহীন দেহ থেকে জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর নাম বৈদেহ। তাঁর পিতার দেহ মন্থনের ফলে উৎপন্ন হয়েছিলেন বলে তিনি মিথিল নামেও অভিহিত হয়েছিলেন, এবং তিনি যে পুরী নির্মাণ করেছিলেন তার নাম হয়েছিল মিথিলা।

শ্লোক ১৪

তস্মাদুদাবসুস্তস্য পুত্রোঽভূন্নন্দিবর্ধনঃ ।
ততঃ সুকেতুস্তস্যাপি দেবরাতো মহীপতে ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ—মিথিল থেকে; **উদাবসুঃ**—উদাবসু নামক এক পুত্র; **তস্য**—তাঁর (উদাবসুর); **পুত্রঃ**—পুত্র; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **নন্দিবর্ধনঃ**—নন্দিবর্ধন; **ততঃ**—তাঁর থেকে (নন্দিবর্ধন থেকে); **সুকেতুঃ**—সুকেতু নামক এক পুত্র; **তস্য**—তার (সুকেতুর); **অপি**—ও; **দেবরাতঃ**—দেবরাত নামক এক পুত্র; **মহীপতে**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মিথিলের পুত্রের নাম উদাবসু; উদাবসু থেকে নন্দিবর্ধন, নন্দিবর্ধন থেকে সুকেতু এবং সুকেতুর পুত্র দেবরাত।

শ্লোক ১৫

তস্মাদ্ বৃহদ্রথস্তস্য মহাবীর্যঃ সুধৃৎপিতা ।
সুধৃতের্ধৃষ্টকেতুর্বৈ হর্যশ্বোঽথ মরুস্ততঃ ॥ ১৫ ॥

তস্মাৎ—দেবরাত থেকে; **বৃহদ্রথঃ**—বৃহদ্রথ নামক এক পুত্র; **তস্য**—তাঁর (বৃহদ্রথের); **মহাবীর্যঃ**—মহাবীর্য নামক এক পুত্র; **সুধৃৎ-পিতা**—তিনি ছিলেন মহারাজ সুধৃতির পিতা; **সুধৃতেঃ**—সুধৃতি থেকে; **ধৃষ্টকেতুঃ**—ধৃষ্টকেতু নামক এক পুত্র; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **হর্যশ্বঃ**—তাঁর পুত্র ছিলেন হর্যশ্ব; **অথ**—তারপর; **মরুঃ**—মরু; **ততঃ**—তারপর।

অনুবাদ

দেবরাত থেকে বৃহদ্রথ নামক পুত্রের জন্ম হয়, এবং বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীর্য, যিনি ছিলেন সুধৃতির পিতা। সুধৃতির পুত্রের নাম ধৃষ্টকেতু, এবং ধৃষ্টকেতু থেকে হর্যশ্ব জন্মগ্রহণ করেন। হর্যশ্ব থেকে মরু নামক এক পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ১৬

মরোঃ প্রতীপকস্তস্মাজ্জাতঃ কৃতরথো যতঃ ।
দেবমীঢ়স্তস্য পুত্রো বিশ্রুতোঽথ মহাধৃতিঃ ॥ ১৬ ॥

মরোঃ—মরুর; **প্রতীপকঃ**—প্রতীপক নামক এক পুত্র; **তস্মাৎ**—প্রতীপক থেকে; **জাতঃ**—জন্ম হয়েছিল; **কৃতরথঃ**—কৃতরথ নামক এক পুত্র; **যতঃ**—এবং কৃতরথ থেকে; **দেবমীঢ়ঃ**—দেবমীঢ়; **তস্য**—দেবমীঢ়ের; **পুত্রঃ**—এক পুত্র; **বিশ্রুতঃ**—বিশ্রুত; **অথ**—তাঁর থেকে; **মহাধৃতিঃ**—মহাধৃতি নামক এক পুত্র।

অনুবাদ

মরুর পুত্র প্রতীপক এবং প্রতীপকের পুত্র কৃতরথ। কৃতরথ থেকে দেবমীঢ় জন্মগ্রহণ করেন। দেবমীঢ়ের পুত্র বিশ্রুত এবং বিশ্রুতের পুত্র মহাধৃতি।

শ্লোক ১৭

কৃতিরাতস্ততস্তস্মান্মহারোমা চ তৎসুতঃ ।
স্বর্ণরোমা সুতস্তস্য হ্রস্বরোমা ব্যজায়ত ॥ ১৭ ॥

কৃতিরাতঃ—কৃতিরাত; **ততঃ**—মহাধৃতি থেকে; **তস্মাৎ**—কৃতিরাত থেকে; **মহারোমা**—মহারোমা নামক এক পুত্র; **চ**—ও; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর পুত্র; **স্বর্ণরোমা**—স্বর্ণরোমা; **সুতঃ তস্য**—তাঁর পুত্র; **হ্রস্বরোমা**—হ্রস্বরোমা; **ব্যজায়ত**—জন্মগ্রহণ করেছিল।

অনুবাদ

মহাধৃতি থেকে কৃতিরাত নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। কৃতিরাতের পুত্র মহারোমা, মহারোমা থেকে স্বর্ণরোমা নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং স্বর্ণরোমা থেকে হ্রস্বরোমার জন্ম হয়।

শ্লোক ১৮

ততঃ শীরধ্বজো জজ্ঞে যজ্ঞার্থং কর্ষতো মহীম্ ।
সীতা শীরাগ্রতো জাতা তস্মাৎ শীরধ্বজঃ স্মৃতঃ ॥ ১৮ ॥

ততঃ—হ্রস্বরোমা থেকে; **শীরধ্বজঃ**—শীরধ্বজ নামক এক পুত্র; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **যজ্ঞ-অর্থম্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য; **কর্ষতঃ**—যখন তিনি ক্ষেত্র কর্ষণ করছিলেন; **মহীম্**—পৃথিবী; **সীতা**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাদেবী; **শীর-অগ্রতঃ**—তাঁর লাঙ্গলের অগ্রভাগ থেকে; **জাতা**—আবির্ভূতা হয়েছিলেন; **তস্মাৎ**—তাই; **শীরধ্বজঃ**—শীরধ্বজ নামে পরিচিত; **স্মৃতঃ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

হ্রস্বরোমার পুত্র শীরধ্বজ (ইনি জনক নামেও পরিচিত)। শীরধ্বজ যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ভূমি কর্ষণ করছিলেন, তখন তাঁর লাঙ্গলের অগ্রভাগ থেকে সীতাদেবী নামক এক কন্যা আবির্ভূতা হন, যিনি পরে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি শীরধ্বজ নামে বিখ্যাত হন।

শ্লোক ১৯

কুশধ্বজস্তস্য পুত্রস্ততো ধর্মধ্বজো নৃপঃ ।
ধর্মধ্বজস্য দ্বৌ পুত্রৌ কৃতধ্বজমিতধ্বজৌ ॥ ১৯ ॥

কুশধ্বজঃ—কুশধ্বজ; **তস্য**—শীরধ্বজের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **ধর্মধ্বজঃ**—ধর্মধ্বজ; **নৃপঃ**—রাজা; **ধর্মধ্বজস্য**—এই ধর্মধ্বজ থেকে; **দ্বৌ**—দুই; **পুত্রৌ**—পুত্র; **কৃতধ্বজ-মিতধ্বজৌ**—কৃতধ্বজ এবং মিতধ্বজ।

অনুবাদ

শীরধ্বজের পুত্র কুশধ্বজ, এবং কুশধ্বজের পুত্র রাজা ধর্মধ্বজ, যাঁর কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ নামক দুই পুত্র ছিল।

শ্লোক ২০-২১

কৃতধ্বজাৎ কেশিধ্বজঃ খাণ্ডিক্যস্তু মিতধ্বজাৎ ।
কৃতধ্বজসুতো রাজন্নাত্মবিদ্যাবিশারদঃ ॥ ২০ ॥
খাণ্ডিক্যঃ কর্মতত্ত্বজ্ঞো ভীতঃ কেশিধ্বজাদ্ দ্রুতঃ ।
ভানুমাংস্তস্য পুত্রোঽভূচ্ছতদ্যুম্নস্তু তৎসুতঃ ॥ ২১ ॥

কৃতধ্বজাৎ—কৃতধ্বজ থেকে; **কেশিধ্বজঃ**—কেশিধ্বজ নামক এক পুত্র; **খাণ্ডিক্যঃ তু**—খাণ্ডিক্য নামক এক পুত্রের; **মিতধ্বজাৎ**—মিতধ্বজ থেকে; **কৃতধ্বজ-সুতঃ**—কৃতধ্বজের পুত্র; **রাজন্**—হে রাজন্; **আত্মবিদ্যা-বিশারদঃ**—আত্মতত্ত্ববিদ; **খাণ্ডিক্যঃ**—রাজা খাণ্ডিক্য; **কর্ম-তত্ত্বজ্ঞঃ**—বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানে সুনিপুণ; **ভীতঃ**—ভীত হয়ে; **কেশিধ্বজাৎ**—কেশিধ্বজের কারণে; **দ্রুতঃ**—তিনি পলায়ন করেছিলেন; **ভানুমান্**—ভানুমান্; **তস্য**—কেশিধ্বজের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **শতদ্যুম্নঃ**—শতদ্যুম্ন; **তু**—কিন্তু; **তৎ-সুতঃ**—ভানুমানের পুত্র।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ, এবং মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য। কৃতধ্বজের পুত্র ছিলেন আত্মতত্ত্ববিদ এবং মিতধ্বজের পুত্র ছিলেন বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে সুনিপুণ। কেশিধ্বজের ভয়ে খাণ্ডিক্য পলায়ন করেছিলেন। কেশিধ্বজের পুত্র ভানুমান্ এবং ভানুমানের পুত্র ছিলেন শতদ্যুম্ন।

শ্লোক ২২

শুচিস্তুতনয়স্তস্মাৎ সনদ্বাজঃ সুতোঽভবৎ ।
ঊর্জকেতুঃ সনদ্বাজাদজোঽথ পুরুজিৎসুতঃ ॥ ২২ ॥

শুচিঃ—শুচি; **তু**—কিন্তু; **তনয়ঃ**—পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **সনদ্বাজঃ**—সনদ্বাজ; **সুতঃ**—এক পুত্র; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ঊর্জকেতুঃ**—ঊর্জকেতু; **সনদ্বাজাৎ**—সনদ্বাজ থেকে; **অজঃ**—অজ; **অথ**—তারপর; **পুরুজিৎ**—পুরুজিৎ; **সুতঃ**—এক পুত্র।

অনুবাদ

শতদ্যুম্নের শুচি নামে এক পুত্র ছিল, তাঁর থেকে সনদ্বাজ নামক পুত্রের জন্ম হয়, এবং সনদ্বাজ থেকে ঊর্জকেতুর জন্ম হয়। ঊর্জকেতুর পুত্র অজ, এবং অজের পুত্র পুরুজিৎ।

শ্লোক ২৩

অরিষ্টনেমিস্তস্যাপি শ্রুতায়ুস্তৎসুপার্শ্বকঃ ।
ততশ্চিত্ররথো যস্য ক্ষেমাধির্মিথিলাধিপঃ ॥ ২৩ ॥

অরিষ্টনেমিঃ—অরিষ্টনেমি; **তস্য অপি**—পুরুজিতেরও; **শ্রুতায়ুঃ**—শ্রুতায়ু নামক এক পুত্র; **তৎ**—এবং তাঁর থেকে; **সুপার্শ্বকঃ**—সুপার্শ্বক; **ততঃ**—সুপার্শ্বক থেকে; **চিত্ররথঃ**—চিত্ররথ; **যস্য**—যাঁর (চিত্ররথের); **ক্ষেমাধিঃ**—ক্ষেমাধি; **মিথিলা-অধিপঃ**—মিথিলার রাজা হয়েছিলেন।

অনুবাদ

পুরুজিতের পুত্র অরিষ্টনেমি এবং তাঁর পুত্র শ্রুতায়ু। শ্রুতায়ুর সুপার্শ্বক নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, এবং সুপার্শ্বক থেকে চিত্ররথের জন্ম হয়। চিত্ররথের পুত্র ছিলেন ক্ষেমাধি, যিনি মিথিলার রাজা হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

তস্মাৎ সমরথস্তস্য সুতঃ সত্যরথস্ততঃ ।
আসীদুপগুরুস্তস্মাদুপগুপ্তোঽগ্নিসম্ভবঃ ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ—ক্ষেমাধি থেকে; **সমরথঃ**—সমরথ নামক এক পুত্র; **তস্য**—সমরথ থেকে; **সুতঃ**—পুত্র; **সত্যরথঃ**—সত্যরথ; **ততঃ**—তাঁর থেকে (সত্যরথ থেকে); **আসীৎ**—জন্ম হয়েছিল; **উপগুরুঃ**—উপগুরু; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **উপগুপ্তঃ**—উপগুপ্ত; **অগ্নিসম্ভবঃ**—অগ্নিদেবের অংশ।

অনুবাদ

ক্ষেমাধির পুত্র সমরথ, সমরথের পুত্র সত্যরথ, সত্যরথ থেকে উপগুরু এবং উপগুরু থেকে অগ্নির অংশ উপগুপ্তের জন্ম হয়।

শ্লোক ২৫

বস্বনন্তোঽথ তৎপুত্রো যুযুধো যৎ সুভাষণঃ ।
শ্রুতস্ততো জয়স্তস্মাদ্ বিজয়োঽস্মাদৃতঃ সুতঃ ॥ ২৫ ॥

বস্বনন্তঃ—বস্বনন্ত; **অথ**—তারপর (উপগুপ্তের পুত্র); **তৎ-পুত্রঃ**—তাঁর পুত্র; **যুযুধঃ**—যুযুধ নামক; **যৎ**—যুযুধ থেকে; **সুভাষণঃ**—সুভাষণ নামক এক পুত্র; **শ্রুতঃ ততঃ**—এবং সুভাষণের পুত্র শ্রুত; **জয়ঃ তস্মাৎ**—শ্রুতের পুত্র জয়; **বিজয়ঃ**—বিজয় নামক এক পুত্র; **অস্মাৎ**—জয় থেকে; **ঋতঃ**—ঋত; **সুতঃ**—এক পুত্র।

অনুবাদ

উপগুপ্তের পুত্র বস্বনন্ত, তাঁর পুত্র যুযুধ, যুযুধের পুত্র সুভাষণ এবং সুভাষণের পুত্র শ্রুত। শ্রুতের পুত্র জয়, এবং জয় থেকে বিজয় জন্মগ্রহণ করেন। এই বিজয়ের পুত্র ঋত।

শ্লোক ২৬

শুনকস্তৎসুতো জজ্ঞে বীতহব্যো ধৃতিস্ততঃ ।
বহুলাশ্বো ধৃতেস্তস্য কৃতিরস্য মহাবশী ॥ ২৬ ॥

শুনকঃ—শুনক; **তৎ-সুতঃ**—ঋতের পুত্র; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **বীতহব্যঃ**—বীতহব্য; **ধৃতিঃ**—ধৃতি; **ততঃ**—বীতহব্যের পুত্র; **বহুলাশ্বঃ**—বহুলাশ্ব; **ধৃতেঃ**—ধৃতি থেকে; **তস্য**—তাঁর পুত্র; **কৃতিঃ**—কৃতি; **অস্য**—কৃতির; **মহাবশী**—মহাবশী নামক এক পুত্র ছিল।

অনুবাদ

ঋতের পুত্র শুনক, শুনকের পুত্র বীতহব্য, বীতহব্যের পুত্র ধৃতি এবং ধৃতির পুত্র বহুলাশ্ব। বহুলাশ্বের পুত্র কৃতি এবং তাঁর পুত্র মহাবশী।

শ্লোক ২৭

এতে বৈ মৈথিলা রাজন্নাত্মবিদ্যাবিশারদাঃ ।
যোগেশ্বরপ্রসাদেন দ্বন্দ্বৈর্মুক্তা গৃহেষ্বপি ॥ ২৭ ॥

এতে—তাঁরা সকলে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মৈথিলাঃ**—মিথিলের বংশধর; **রাজন্**—হে রাজন্; **আত্ম-বিদ্যা-বিশারদাঃ**—আত্ম-তত্ত্ববিৎ; **যোগেশ্বর-প্রসাদেন**—যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়; **দ্বন্দ্বৈঃ মুক্তাঃ**—জড় জগতের দ্বৈতভাব থেকে তাঁরা মুক্ত ছিলেন; **গৃহেষু অপি**—গৃহে অবস্থান করা সত্ত্বেও।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মিথিল রাজবংশে সমস্ত রাজারাই ছিলেন আত্ম-তত্ত্ববিৎ। তাই গৃহে অবস্থান করলেও তাঁরা জড় জগতের দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত ছিলেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎকে বলা হয় দ্বৈত। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*অন্ত্যলীলা* ৪/১৭৬) বলা হয়েছে—

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম' ।
'এই ভাল, এই মন্দ,'—এই সব 'ভ্রম' ॥

দ্বন্দ্বভাব সমন্বিত এই জড় জগতে ভাল এবং মন্দ দু-ই সমান। তাই, এই জগতে ভাল এবং মন্দ, সুখ ও দুঃখের পার্থক্য অর্থহীন, কারণ তা সবই মনের জল্পনা-কল্পনা (*মনোধর্ম*)। এই জড় জগতে যেহেতু সব কিছুই দুঃখময়, তাই এক কৃত্রিম

পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তা সুখকর বলে মনে করা ভ্রম মাত্র। জড়া প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাবের ঊর্ধ্বে অবস্থিত মুক্ত পুরুষ কখনই এই দ্বন্দ্বভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তিনি তথাকথিত সুখ এবং দুঃখকে সহ্য করে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত থাকেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (২/১৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

"হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ এবং দুঃখের অনুভব হয়, সেগুলি শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভরতকুলপ্রদীপ, সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।" মুক্ত পুরুষ ভগবানের সেবা সম্পাদনের চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে তথাকথিত সুখ-দুঃখের অপেক্ষা করেন না। তিনি জানেন যে, সেই সুখ-দুঃখ পরিবর্তনশীল ঋতুর মতো, যা শরীরের স্পর্শের দ্বারা অনুভূত হয়। সুখ এবং দুঃখ আসে ও চলে যায়। তাই পণ্ডিতেরা সেগুলিকে গ্রাহ্য করেন না। সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে—*গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ*। দেহ শুরু থেকেই মৃত, কারণ তা হচ্ছে জড় পদার্থের একটি পিণ্ড। দেহের সুখ-দুঃখের অনুভূতি নেই। কিন্তু যেহেতু দেহস্থ আত্মা দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত, তাই সে সুখ এবং দুঃখ অনুভব করে, কিন্তু সেগুলি আসে ও চলে যায়। এই শ্লোকের বর্ণনাটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, মিথিল রাজবংশের সমস্ত রাজারা ছিলেন মুক্ত পুরুষ। তাঁরা এই জগতের তথাকথিত সুখ-দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হতেন না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'মহারাজ নিমির বংশ' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।